বৈষ্ণব কবিতা: ভাববস্তু

বৈষ্ণব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পার্থিব প্রেমের উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন যে, মানুষের সমস্ত স্নেহ-প্রেম সবই আসলে ঈশ্বরের পূজা — যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা, ভালোবাসা মাত্রই আমাদের মধ্যে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত পুরুষ ও প্রকৃতি শক্তির উদ্বোধন ঘটায়, নিখিল জগতের মূলে অবস্থিত নিত্য আনন্দের খণ্ডিক ও আংশিক উপলব্ধি হয় পার্থিব মানবীয় প্রেমে, বাস্তব প্রেমের মধ্যেই সেটি নিহিত আছে, প্রেমকে বাস্তবক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অপ্রাকৃতের মধ্যে স্থাপন করা যায় না, বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন বিরাজ করছে এবং তার মধ্যে চিরন্তন প্রণয়ের লীলা উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে, তাই কবি বলেছেন — বৈষ্ণব কবিতা আমাদের মনকে এত মুগ্ধ করে কারণ এখানে মর্ত্য মানবের প্রণয়ের কথাই প্রকাশ পেয়েছে দেবতার অছিলায়, তিনি স্বর্গ ও দেবলোককে মর্ত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, বরং স্বর্গ অপেক্ষা মর্ত্য মানবীয় প্রেমকে অধিক সমাদর করেছেন, মানুষ নিজের প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমকে অন্তরে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রেমকে উপলব্ধি করে, কবি অন্যত্র বলেছেন — "যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই, এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে," বৈষ্ণব কবিতায় কবি এই কথাটিই বলেছেন — "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই / প্রিয়জনে — প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই / তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা? / দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা,"